চিড়িয়াখানা স্থাপন ও স্থাপিত চিড়িয়াখানায় প্রাণী (Animal) সংগ্রহ, প্রাণীপালন ও সংরক্ষণ এবং চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত

বিল

যেহেতু চিড়িয়াখানা স্থাপন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চিড়িয়াখানাসমূহে প্রাণিসংগ্রহ, প্রাণিপালন ও সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন থাকা বাঞ্ছনীয়;

সেইহেতু, এতদ্দারা চিড়িয়াখানা স্থাপন ও স্থাপিত চিড়িয়াখানায় প্রাণিসংগ্রহ, প্রাণিপালন ও সংরক্ষণ এবং চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ আইন করা হইল-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন 'বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৯' নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) 'আবদ্ধ প্রজনন' (Conservation Breeding) অর্থ স্বাভাবিক মিলন, কৃত্রিম প্রজনন ও ভ্রূণ স্থানান্তরের মাধ্যমে চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ প্রাণীর বংশবৃদ্ধি;

(২) 'কিউরেটর' অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা বা সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চিড়িয়াখানার কিউরেটর বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ৯ম গ্রেড বা তদুর্দ্ধ গ্রেডের কর্মচারি;

(৩) 'চিড়িয়াখানা' অর্থ প্রাণি উদ্যান বা আবাসস্থল যেখানে প্রাণীকে, ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বা সংখ্যা যাহাই হোক, আবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, গবেষণা, দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্য প্রদর্শন ও শিক্ষার জন্য প্রতিপালন করা হয়;

(৪) 'চিড়িয়াখানা উপদেষ্টা পরিষদ' অর্থ এই আইনের ধারা ৮-এর উপধারা (১)-এ বর্ণিত পরিষদ;

(৫) 'প্রাণী' অর্থ মানুষ ব্যতীত যে কোনো প্রাণী;

(৬) 'বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা' অর্থ ঢাকা মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় চিড়িয়াখানা;

(৭) 'বিপন্ন প্রজাতি' অর্থ কোনো বন্য প্রাণী যাহা বর্তমানে মহাবিপদাপন্ন অবস্থায় আছে বা না থাকিলেও অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইবার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রহিয়াছে বা সরকার বিপন্ন প্রজাতি হিসাবে ঘোষণা করিয়াছে এমন প্রাণী;

(৮) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) **'বেসরকারি চিড়িয়াখানা'** অর্থ কোন স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চিড়িয়াখানা;

(১০) 'ব্যক্তি' অর্থ কোনো ব্যক্তি অথবা কোম্পানি, সমিতি, সংঘ, ব্যক্তিসমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক অথবা না হউক, এবং ইহার মালিক অথবা পরিচালক অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী;

(১১) 'ব্যাথাহীন মৃত্যু (Euthensia)' অর্থ কোনো প্রাণীকে যথাসম্ভব বিনা উৎপীড়নে, আরামদায়ক ও বেদনাবিহীন মৃত্যু ঘটানোর প্রক্রিয়া;

(১২) 'ভেটেরিনারি মেডিক্যাল বোর্ড' অর্থ মহাপরিচালক কর্তৃক ভেটেরিনারি হাসপাতালের চিফ ভেটেরিনারি অফিসারসহ ভেটেরিনারিয়ান ও প্রাণীপুষ্টিবিদ সমন্বয়ে ৫ (পাঁচ) সদস্যের গঠিত বোর্ড;

(১৩) "**ভেটেরিনারিয়ান**" অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কর্মরত ভেটেরিনারি সার্জন বা বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্তৃক রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান;
(১৪) 'মহাপরিচালক' অর্থ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; এবং

(১৫) "**সরকারি চিড়িয়াখানা**" অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত চিড়িয়াখানা;

(১৬) 'সংরক্ষণ' অর্থ চিড়িয়াখানায় এমনভাবে প্রাণীকে প্রতিপালন করা যাহাতে তাহাকে সুস্থ রাখিতে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ এবং যতটা সম্ভব প্রাণীর প্রকৃতি অনুযায়ী আরামদায়ক আবাসন ব্যবস্থা এবং অসুস্থ্যতায় যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া প্রদর্শনের উপযোগী করা বা রাখা।

(১৭) 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি' অর্থ সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত চিড়িয়াখানার কিউরেটর বা বেসরকারিভাবে পরিচালিত চিড়িয়াখানার মালিক বা তদ অধীনে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক;

৩। আইনের প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চিড়িয়াখানা স্থাপন ও উহার ব্যবস্থাপনা, প্রাণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন বিষয়ে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। চিড়িয়াখানার সাধারণ ব্যবস্থাপনা।— (১) প্রতিটি চিড়িয়াখানার সাধারণ ব্যবস্থাপনা অর্থ নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহকে বুঝাইবে-

(ক) চিড়িয়াখানার প্রাণিপালন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
(খ) প্রাণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কার্যক্রম শিক্ষা এবং বিনোদনের উদ্দেশ্যে পরিচালনা;
(গ) প্রাণীর জীবন ও কল্যাণ বিষয়ে গণশিক্ষা ও সচেতনতার কার্যক্রম গ্রহণ;
(ঘ) চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীদের জন্য বিনোদন সেবা ও সুবিধা তৈরি ও উন্নয়ন; এবং
(ঙ) চিড়িয়াখানার পরিবেশকে যতটা সম্ভব সংগৃহীত প্রাণীর প্রকৃতির আদলে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।

৫। মহাপরিচালকের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের অধীনে চিড়িয়াখানায় প্রাণি সংগ্রহ, আমদানি, তদারকি, ভেটেরিনারি চিকিৎসা ও সুবিধা এবং আবদ্ধ প্রজনন (Conservation Breeding) সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদানের ও পরিদর্শনের ক্ষমতা মহাপরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) উপধারা (১)-তে বর্ণিত ক্ষমতা মহাপরিচালক তাঁহার অধীন কিউরেটর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী বা জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার উপর অর্পন করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা (১) যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন সরকারি চিড়িয়াখানার উপর মহাপরিচালকের প্রশাসনিক বা আর্থিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হইবে না।

৬। চিড়িয়াখানা সম্পর্কিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি।-এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে-

(১) চিড়িয়াখানাসমূহ তদারক ও পরামর্শ প্রদান;

(২) প্রজননের জন্য চিড়িয়াখানাসমূহের মধ্যে প্রাণীবিনিময় কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;

(৩) আবদ্ধ প্রজনন (Conservation Breeding)-সংক্রান্ত কার্যাদি তদারক ও অনুমোদন প্রদান;

(৪) চিড়িয়াখানায় প্রবেশ, বিনোদন সুবিধা উপভোগ ইত্যাদি বিষয়ে ফি নির্ধারণপূর্বক সরকারের অনুমোদন গ্রহণ; এবং

(৫) চিড়িয়াখানাসংক্রান্ত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো কার্যক্রম বা নির্দেশনার বাস্তবায়ন তদারকি।

৭। চিড়িয়াখানা স্থাপনে অনুমতি।- (১) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালকের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বেসরকারি চিড়িয়াখানা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে স্থাপিত বেসরকারি চিড়িয়াখানাসমূহকে আইন জারির তারিখ হইতে ১ বৎসরের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) এর বিধান মোতাবেক অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে চিড়িয়াখানা স্থাপন বা পরিচালনা করিলে এই আইনের অধীনে উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

৮। চিড়িয়াখানা উপদেষ্টা পরিষদ।- (১) দেশে সরকারি ও বেসরকারি চিড়িয়াখানাসমূহের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে পারিবে-

(ক) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার প্রধান উপদেষ্টাও হইবেন;

(খ) প্রতিমন্ত্রী (যদি থাকে), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(গ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ সদস্য;

(ঘ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ;

(চ) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;

(জ) উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঝ) প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর;

(ঞ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত বন্য প্রাণিপালন বা প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে দুই জন বিশেষজ্ঞ;

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বেসরকারি চিড়িয়াখানার মালিক;

(ড) কিউরেটর, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, ঢাকা; এবং

(ঢ) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(২) উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনা প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে বাস্তবায়নে সরকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৩) উপধারা (১)-এর (ঞ) ও (ট) অধীন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বৎসর মেয়াদে সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) মনোনীত সদস্যগণ যে-কোনো সময় প্রধান উপদেষ্টার নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।
(৫) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ মনোনীত সদস্যকে তাহার দায়িত্ব হইতে যে-কোনো সময় অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা কমিটির কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না।

৯। উপদেষ্টা পরিষদের সভা।- (১) উপদেষ্টা পরিষদের সভা উহার প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বৎসরে ন্যূনতম ০১ (এক) বার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রধান উপদেষ্টা পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার মনোনীত সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কমিটির মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

১০। প্রাণীর খাঁচা, আবাসন ও প্রদর্শন ইত্যাদি।- প্রত্যেক কিউরেটর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি চিড়িয়াখানায় সংরক্ষিত প্রাণীর আরামদায়ক জীবনের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(১) প্রাণীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া ন্যূনতম প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ বা সুবিধাদি সৃষ্টপূর্বক খাঁচায় আবদ্ধ বা মুক্ত রাখা;

(২) প্রাণীর প্রকৃতিগত আচরণ, প্রাণিকিপার এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা বিবেচনা করিয়া প্রাণীর খাঁচার ডিজাইন তৈরি ও তাহা বাস্তবায়ন;

(৩) প্রতিটি প্রদর্শনের জন্য রাখা প্রাণীর জীবন ও প্রকৃতির উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং দর্শনার্থী কর্তৃক উত্তেজিত না করা বা প্রাণীর পীড়নের কারণ হয় এমন আচরণ না করিবার জন্য সতর্কবাণী বিশিষ্ট সাইনবোর্ড বা অন্য কোনো মাধ্যমে তাহা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;

(৪) প্রকৃতিতে দলগতভাবে অবস্থানকারী প্রাণীদের মধ্য হইতে কোনো প্রাণীকে স্বাস্থ্যগত কারণে ভেটেরিনারি সার্জন কর্তৃক নির্দেশিত না হইয়া আলাদা এককভাবে রাখা যাইবে না।

(৫) কোনো প্রাণী স্বাভাবিক আচরণের বাহিরে অলসতা বা নিদ্রালুতা (Dullness), ক্ষুধামন্দা (Loss of appetite) এবং আঘাতজনিত ক্ষতচিহ্নের (Injury) কারণে অস্বাভাবিক আচরণ দেখিতে পাইলে তাহার যথাযথ চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করা।

(৬) প্রাণীর প্যারাসাইটিক লোড নির্ণয়ের জন্য নিয়মিতভাবে প্রতিবৎসর সম্ভাব্য প্রাণী হইতে অন্য প্রাণী বা মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগে আক্রান্ত কি না পরীক্ষণপূর্বক রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

(৭) উপধারা (৫) ও (৬)-এ বর্ণিত প্রাণীর পর্যবেক্ষিত অস্বাভাবিক আচরণ দেখিতে পাইলে বা প্রাণি রোগাক্রান্ত হইলে, উক্ত আচরণ বা অসুস্থতা এবং তাহার চিকিৎসা বিষয়ে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা।

(৮) উপধারা (১) হইতে (২) বিষয়ে প্রাণীপ্রদর্শনের জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রাণীর সাধারণ প্রকৃতি বিবেচনা করে প্রাণীর আবাসনের পরিবেশ ও অবকাঠামোর আকার ও আয়তন এবং সুবিধাদি নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

১১। ভেটেরিনারি চিকিৎসা, সুবিধাদি ইত্যাদি।- (১) প্রত্যেক বেসরকারি চিড়িয়াখানায় একজন নিয়মিত নিয়োগপ্রাপ্ত বা চাহিবামাত্র সেবাপ্রদানের জন্য খণ্ডকালীন চুক্তিভিত্তিক ভেটেরিনারিয়ান থাকিবে।

(২) প্রাণিসেবা প্রদানের জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো এবং ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক জরুরি প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা সামগ্রী থাকিতে হইবে।

(৩) ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ বা সম্ভাব্যক্ষেত্রে উপস্থিতি ব্যতীত চেতনানাশক বা ট্রাঙ্কুলাইজেশন প্রয়োগ করা যাইবে না; তবে জরুরি প্রয়োজনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারির নির্দেশে প্রাণীপালনকার্যে নিয়োজিত পারদর্শী ও অভিজ্ঞ কোনো কর্মচারী দ্বারা চেতনানাশক প্রয়োগ করা যাইবে ।

৪) সরকার চিড়িয়াখানার আয়তন, প্রাণীর প্রকৃতি ও প্রজাতি এবং সংখ্যা বিবেচনাপূর্বক ভেটেরিনারি সুবিধা কীরূপ হইবে তাহা বিধিমালা দ্বারা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ প্রাণীর প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) বিষয়ে চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনায় জড়িত প্রাণীপালন কার্যে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৬) চিড়িয়াখানার মৃত প্রাণীর ময়নাতদন্ত, নমুনাসংগ্রহ এবং মৃতদেহ নিষ্পত্তি বিষয়ে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি বা জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার লিখিত পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত পরামর্শ বেসরকারি চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনার জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

১২। প্রাণিসংগ্রহ ও প্রজনন ইত্যাদি।- (১) কোনো বেসরকারি চিড়িয়াখানার মালিক বা সংস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত দেশ বা বিদেশ হইতে বিদেশি প্রজাতির বণ্যপ্রাণী সংগ্রহ করিতে পারিবে না;

(২) "বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২" বা তাহার অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালার অধীনে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হইলে উক্ত সম্মতিসাপেক্ষে উপবিধি (১)-এর অধীনে সরকার অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে;

(৩) প্রজননের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত কোনো প্রাণীর নির্ধারিত লিঙ্গ অনুপাত ঐ প্রাণীর উৎপাদন সহায়ক হইতে হইবে;

(৪) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালকের অনুমতি ব্যতীত আন্তঃপ্রাণী প্রজনন করানো যাইবে না।

(৫) প্রাণীসংগ্রহ হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ অবৈধ প্রাণী ট্রাফিকিং-এর সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারিবে না।

(৬) চিড়িয়াখানাতে কোনো নির্দিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে কোনো অবস্থাতেই কেবল একই প্রজাতির একই লিঙ্গের একটি প্রাণী রাখা যাইবে না;

(৭) সরকার কোনো সংকটাপন্ন প্রাণী সংরক্ষণের জন্য যে-কোনো এক বা একাধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে কোনো চিড়িয়াখানার সংগ্রহ হইতে যে-কোনো সংখ্যার যে-কোনো বন্যপ্রাণী উদ্ধারক্রমে তাহা বন বিভাগের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৯) কোনো কর্তৃপক্ষ তাহার সংগৃহীত প্রাণীকে লোকালয়ে ছাড়িয়া দিতে পারিবে না।
ব্যাখ্যা-এখানে সংগ্রহ অর্থ ক্রয় বা বিনিময় বা অনুদানকে বুঝাইবে।

(১০) উপধারা (১), (৫), (৬) এবং (৯)-এর বিধান লঙ্ঘন করা হইলে তাহা এই আইনের অধীনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। প্রাণিজসম্পদ সংরক্ষন।– (১) চিড়িয়াখানায় প্রাণিজসম্পদ অর্থাৎ জীবিত প্রাণী ব্যতীত মৃত বা জীবিত লার্ভি, ভ্রূণ, ডিম বা ডিম্বাণু, শুক্রাণু বা প্রাণীর দেহের এমন অংশ যাহা হইতে উক্ত প্রাণী উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে অনুরূপ প্রাণীজসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে পারিবে।

(২) মৃত প্রাণীর মমি প্রস্তুতপূর্বক প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষণ করিতে পরিবে।

১৪। দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধাদি তৈরি।- (১) সরকার বিধিমালা দ্বারা প্রত্যেক চিড়িয়াখানাতে দর্শনার্থীদের নির্ধারিত সুবিধাদি তৈরী, নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) দর্শনাথীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার (First Aid) জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবলসহ জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক নির্ধারিত সরঞ্জামাদি ও ঔষধপত্র মজুত নিশ্চিত করিবে।

(৩) প্রতিবন্ধী দর্শনার্থীদের জন্য সহায়ক অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদি যথা, হুইল চেয়ার চলাচল উপযোগী পথ ও হুইল চেয়ার ইত্যাদি সরবরাহ করিতে হইবে।

১৫। প্রাণীর ব্যাথাহীন মৃত্যু ঘটানো (Euthansia of animals)।- (১) চিড়িয়াখানার কোনো প্রাণীর বয়সজনিত শারীরিক অক্ষমতা বা সংক্রমণযোগ্য রোগ হইতে অন্য কোনো প্রাণীর জীবন রক্ষার্থে বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে, উক্ত বয়সজনিত বা আক্রান্ত প্রাণীর অসহনীয় ক্লেশ নিবারণের জন্য বয়স্ক বা রোগজীবাণুবাহী প্রাণীর ব্যাথাহীন মৃত্যু ঘটানো যাইবে।

(২) উপধারা (১) যাহাই থাকুক না কেন, ভেটেরিনারি সার্জনের লিখিত নির্দেশনা (Prescription) বা তাহার উপস্থিতি ব্যতীত কোনো প্রাণীর ব্যাথাহীন মৃত্যু ঘটানো যাইবে না।

(৩) কোনো চিড়িয়াখানায় ব্যাথাহীন মৃত্যু ঘটানোর মাধ্যমে কোনো প্রাণীর মৃত্যু উপধারা (১)-এর অধীন ঘটানো হইলে প্রাণীর পরিচিতি এবং কারণ উল্লেখপূর্বক ব্যাথাহীন মৃত্যু ঘটানোর প্রতিবেদন ঘটনার সাত দিবসের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(৪) সরকার সরকারি চিড়িয়াখানায় ব্যাথাহীন মৃত্যু ঘটানোর মাধ্যমে সংঘটিত প্রাণীর মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভেটেরিনারি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করিতে পারিবে এবং প্রাপ্ত প্রতিবেদনের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি উপধারা (২) ও (৩) এর ব্যত্যায় ঘটাইলে তাহা এই আইনে অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৬। সঙ্গানিরোধ।- (১) প্রতিটি নূতন প্রাণী সংগ্রহের পর বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে চিড়িয়াখানায় সঙ্গানিরোধ করিতে হইবে।

(২) সঙ্গানিরোধকালীন ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পন্নসহ এবং প্রাণির রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) সঙ্গানিরোধের অধীন উপধারা (২)-এ ভেটেরিনারিয়ানের প্রতিবেদন প্রাপ্তিসাপেক্ষে উক্ত প্রাণী প্রদর্শন উপযোগী ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হইলে কিউরেটর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি খাঁচায় আবদ্ধপূর্বক, ক্ষেত্রমতে মুক্ত অবস্থায় চিড়িয়াখানা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৭। গবেষণা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম।- (১) কর্তৃপক্ষ, প্রাণীর মৃত্যু শঙ্কা নাই এইরূপ যে কোনো গবেষণা কার্যে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) জাতীয় চিড়িয়াখানায় বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ প্রাণী গবেষণা ইনস্টিটিউট বা বন অধিদপ্তর বা এতৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) প্রাণীসংরক্ষণ ও বৈচিত্র্য বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত, সংগ্রণহ, ফি গ্রহণ বা গ্রহণ ব্যতীত, প্রদর্শন ও বিতরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৪) সরকার চিড়িয়াখানার সুবিধাদি সম্প্রসারণ, প্রাণীবিনিময়, শিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন-World Association of Zoo and Aquarium (WAZA), Asian Zoo Association (AZA) south Asian Association for Zoo and Aquarium for Regional Cooperation (SAZARC)-সহ অন্যান্য সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৮। বিনিময় বা হস্তান্তর।— (১)চিড়িয়াখানার সংগ্রহ বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি নিজেদের মধ্যে প্রাণি বিনিময় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত বিনিময় বা হস্তান্তর মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিরেকে করা হইলে তাহা এই আইনের অধীনে অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৯। প্রাণিসংগ্রহের রেকর্ড সংরক্ষণ ও পেশ ইত্যাদি।- (১) প্রত্যেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি চিড়িয়াখানায় সংগৃহীত প্রাণীর জন্ম, সংগ্রহকাল, অসুস্থ্যতা, মৃত্যু বা অন্যভাবে নিষ্পত্তিকৃত তথ্য বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;

(২) প্রতি বৎসর মার্চ মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসর পর্যন্ত চিড়িয়াখানায় প্রাণিসংগ্রহের তথ্য এবং পরবর্তী বৎসরের প্রাণিসংগ্রহ বৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা থাকিলে তাহাসহ মহাপরিচালক প্রতিবেদন সরকারের বরাবরে পেশ করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের এক কপি বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৩) সরকার যে-কোনো সময় চিড়িয়াখানায় প্রাণিসংগ্রহ বিষয়ে যে-কোনো প্রতিবেদন চাহিলে সংশ্লিষ্ট কিউরেটর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি তাহা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) মহাপরিচালক বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি বা জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার যে-কোনো বেসরকারি চিড়িয়াখানায় প্রাণিসংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিষয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রবেশ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ উদ্দেশ্যে চিড়িয়াখানায় প্রবেশে কোনো বাধা দেওয়া যাইবে না;

(৫) মহাপরিচালক বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি উপধারা (৪) অনুসারে পর্যবেক্ষণক্রমে প্রতিবেদন পরামর্শসহকারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত পরামর্শ প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সারাদেশে সরকারি এবং বেসরকারি চিড়িয়াখানার নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবেন এবং সারা দেশের চিড়িয়াখানার উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বৎসর উপদেষ্টা পরিষদের নিকট উপস্থাপন করিবেন।
(৭) উপধারা (১) এর ব্যাত্যয় ঘটানো হইলে ও উপধারা (৪) এর ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হইলে তাহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থী প্রবেশ ফি নির্ধারণ ইত্যাদি।- (১) সরকারি চিড়িয়াখানায় প্রবেশ বা চিড়িয়াখানার কোনো বিশেষ সুবিধা বা বিনোদন উপভোগের জন্য মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং কোনো দর্শনার্থী উক্ত ফি প্রদান ব্যতীত চিড়িয়াখানায় প্রবেশ বা চিড়িয়াখানার কোনো বিশেষ সুবিধা বা বিনোদন উপভোগ করিতে পারিবে না;

(২) বেসরকারি চিড়িয়াখানায় প্রবেশ ফি চিড়িয়াখানার সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন বিশেষ সুবিধা বঞ্চিত বা প্রতিবন্ধী দর্শনার্থীর জন্য প্রবেশ ফি গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) উপধারা (৩)-এর ক্ষেত্র ব্যতীত এবং সরকারের ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকিলে উপধারা (১)-এর বর্ণিত ফি প্রদান ব্যতিরেকে সরকারি চিড়িয়াখানায় প্রবেশ বা চিড়িয়াখানার কোনো বিশেষ সুবিধা বা বিনোদন উপভোগ করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহা এই আইনের অধীনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

২১। সরকারি নির্দেশমালা জারি ইত্যাদি।– এই আইনের অন্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার চিড়িয়াখানাসমূহে প্রাণীকল্যাণ ও দর্শনার্থীর সুবিধাদির জন্য সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নির্দেশমালা জারি করিতে পারিবে-
(ক) প্রাণীর আবাসন ও খাদ্য সরবরাহ;

(খ) প্রাণীর চিকিৎসা;
(গ) প্রাণী ও দর্শনার্থীর নিরাপত্তা;
(ঙ) চিড়িয়াখানার পরিচ্ছন্নতা;
(চ) প্রাণীর প্রজনন;
(ছ) প্রাণিসংগ্রহ ও হস্তান্তর;
(জ) প্রাণিপ্রদর্শন;
(ঝ) চিড়িয়াখানায় প্রাণিসংগ্রহ রেজিস্টার (Zoo Inventory);
(ঞ) শিক্ষা, বিনোদন এবং দর্শনার্থীর সেবা।

২২। অপরাধ ও দন্ড ।- এই আইনের ধারা ৭-এর (৩), ধারা ১২ এর উপধারা (১০) ধারা ১৫ এর উপধারা (৫), ধারা ১৮ এর উপধারা (২) ধারা ১৯ এর উপধারা (৭) ও ধারা ২০-এর উপধারা (৪) অধীনে অপরাধের জন্য বা উক্ত অপরাধসমূহ সংঘঠনে সহায়তা করিলে দায়ী ব্যক্তিকে অনধিক ২ (দুই) বৎসরের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড প্রদান করা যাইবে।

২৩। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ। - (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কিউরেটর বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত আদালত এই আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবেন না।

২৪। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।- এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (Noncognizable) ও জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে।

২৫। অপরাধ বিচার।- The Code of Criminal Procedure, 1898 তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন)-এর তপশিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

২৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৭। রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।-(১) জাতীয় চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিপত্র বা সরকারি আদেশ যাহা এই আইনের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক তাহা এতদ্বারা রহিত হইবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত পরিপত্র বা সরকারি আদেশ দ্বারা কৃত কোনো কাজ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা চলমান কোনো কার্যক্রম এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।— (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।